দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

বয় স্কাউট আন্দোলন প্রসঙ্গে

সুশৃংখল এবং আনন্দঘন পরিবেশে সম্প্রতি গাজীপুরের মৌচাকে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিল। প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমদ এই কাউন্সিলের উদ্বোধনী ভাষণে স্কাউটিংকে এক জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, যুবসমাজকে ইতিবাচক দিক-নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা সম্পদে পরিণত হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে তিনি স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকার প্রশংসা করেন। প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্যের তাৎপর্য সহজেই অনুধাবনযোগ্য।

কিশোর-তরুণদের দেশের সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিতে বয় স্কাউট আন্দোলন যে একটি ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখিয়া যাইতেছে, সে কথা নতুন করিয়া বলার দরকার পড়ে না। প্রায় শতাব্দিকাল ধরিয়া বিশ্বের দেশে দেশে সুন্দর-নির্মল জীবনবোধের যে চর্চা নবীন স্কাউটরা করিয়া যাইতেছে, তাহা মোটেও নগণ্য নয়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ইন্সপেকটার জেনারেল অফ কেবালরি লে. জে. বাতেন পাওয়েল ১৯০৮ সালে 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' গ্রন্থে যে ধারণার প্রকাশ ঘটান, তাহাই পরে রূপ নেয় স্কাউট আন্দোলনের। এবং তাহা সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িতে খুব বেশী সময় লাগে নাই। বাতেন তাহার বইটি লিখিয়াছিলেন, কিশোরদের কি করিয়া দেশের সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা যায়, সেই বিষয়টি নির্দেশ করিবার নিমিত্ত। প্রসঙ্গতঃ ইংরেজী স্কাউট শব্দের বিবিধ অর্থ হইয়া থাকে প্রয়োগভেদে। প্রতিভাবানের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোকেও স্কাউটিং বলা হয়। স্কাউটিং আন্দোলনের সাথে প্রতিভাসন্ধান বা প্রতিভাবিকাশের নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। বয় স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত ব্রিটেনে এবং বাতেন পাওয়েলই ইহার সংগঠক তথা প্রতিষ্ঠাতা। স্কাউটদের শপথ লইতে হয় এই বলিয়া যে, সে স্রষ্টা এবং নিজের দেশের প্রতি কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকিবে। অন্যদের সাহায্য করিতে সে সবসময় প্রস্তুত থাকিবে এবং স্কাউট বিধি মানিয়া চলিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের বাহিরে স্কাউটদের এমনভাবে প্রশিক্ষিত করিয়া তোলা হয়, যাহাতে তাহারা আত্ম উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যদের সেবায় ভূমিকা রাখিতে পারে। নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ এবং ঐক্যবোধ জাগ্রত করার অনুশীলন স্কাউটিং-এর অন্তর্ভুক্ত। গ্রেট ব্রিটেনে ১৯০৮ সালে স্কাউট আন্দোলনের সূচনার দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯১০ সালে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে গড়িয়া ওঠে এই আন্দোলন। ক্রমান্বয়ে ইহা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথমে এই আন্দোলনে কেবল বালকদের অংশগ্রহণ থাকিলেও পরবর্তীতে কিশোরীদের জন্য অনুরূপ প্রশিক্ষণ ও কর্মকাণ্ডের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। হাইস্কুল পর্যায় অতিক্রম করিবার পরও স্কাউটিং অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত রহিয়াছে রোভার স্কাউট।

পৃথিবীর আরও অনেক দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আছে স্কাউট আন্দোলনের বেগবান ধারা। বলাবাহুল্য, ব্রিটিশ শাসনামলেই এই উপমহাদেশে স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত। সময়ের ব্যবধানে ইহা আরও সুসংগঠিত এবং বিস্তৃত হইয়াছে। শহরাঞ্চলের প্রায় সব স্কুলেই বয় স্কাউট আছে। গ্রামাঞ্চলেও কোনো বিদ্যালয়ে বয় স্কাউটস দেখা যায়। বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে, দুর্যোগ দুর্বিপাকের সময় বয়স্কাউট এবং গার্লগাইড সদস্যদের সুশৃংখল ভূমিকা রাখিতে দেখা যায়, যাহা মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্কাউট আন্দোলনের অন্তর্গত সৌন্দর্যের জন্যই ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সর্বাধিক। কিশোর-তরুণদের দেশের সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিতে বাস্তবিকই এই আন্দোলন ফলপ্রসূ অবদান রাখিতে পারে। কিশোরদের দেশের যোগ্য এবং দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাদের শরীর গঠন যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন সুপ্ত প্রতিভার সম্যক বিকাশ। সময়ানুবর্তিতা, সংযম, অধ্যবসায়, সর্বোপরি শৃংখলাবোধের শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব বাঞ্ছিত জীবন বিকাশ। বলাবাহুল্য, স্কাউট আন্দোলনের মধ্যে এইসব মহৎ গুণাবলী অর্জন-অনুশীলনের সুযোগ রহিয়াছে। নানা সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্কাউটদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়া থাকে। তবে স্কুল শিক্ষার্থীদের সকলে স্কাউটিং-এ অংশ গ্রহণ করে না বা করিতে পারে না। আরও সহজভাবে বলিলে, স্কাউটিং স্কুল পড়ুয়াদের জন্যও সর্বজনীন নয়। তাহা না হইলেও স্কাউটিং-এর যে আদর্শ, মূলগত যে শিক্ষা– তাহা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসরণীয় করিয়া তোলা অসম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষের, শিক্ষকমন্ডলীর ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে পাঠ্য বিষয়াবলীর বাহিরে শরীর চর্চা, খেলাধুলা, সৃজনশীলতা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ডের অব্যাহত অনুশীলনের সুযোগ প্রতিটি বিদ্যালয়ে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর, এই কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই গড়িয়া তোলা সম্ভব ভবিষ্যতের উৎকৃষ্ট নাগরিক সমাজ। ■